কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ৩০/০৭/২০২১ (পৃঃ ০৭)

ব্রি হাইব্রিড-৭ জাতের আউশে রেকর্ড ফলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ধান কাটার পর মাঠ থেকেই ৭৫০ টাকা মণ দরে বিক্রি হয়েছে। হেক্টরপ্রতি উৎপাদন খরচ হয়েছে ৬০ হাজার টাকা। খরচ বাদে হেক্টরপ্রতি কৃষকের লাভ ৭০ হাজার টাকা। সে হিসাবে আট হেক্টর জমিতে পাঁচ লাখ ৭০ হাজার টাকা লাভ। এমন রেকর্ড ফলন এবং লাভ যে ধানে তা ব্রি হাইব্রিড-৭ জাতের আউশ। ক্রপ কাটিংয়ে এই ধানের বিঘায় ফলন পাওয়া গেছে ২৩ মণ, যা আউশ মৌসুমের অন্য যেকোনো জাতের চেয়ে অনেক বেশি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভোলা জেলার রাজাপুর ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের সবুজ বাংলা কৃষি খামারে গত বুধবার ব্রি হাইব্রিড-৭ জাতের প্রদর্শনী প্লটের ধান কাটা ও মাঠ দিবসে এ তথ্য উঠে আসে। ভোলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাঠ দিবসে ভোলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবু মো. এনায়েত উল্লাহর সভাপতিত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক এ কে এম মনিরুল আলম ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

ভোলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, চরমনসা গ্রামের কৃষক মো. ইয়ানুর রহমান বিপ্লবের আট হেক্টর জমির প্রদর্শনী প্লটে ব্রি হাইব্রিড-৭ জাতের বীজ বপন করা হয়েছিল এই বছরের ৮ এপ্রিল। চারা রোপণ করা হয়েছিল ৩ মে। আর কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে গত ২৮ জুলাই ধান কাটা হয়েছে। এই ধান ফলনের জীবনকাল ১১০ দিন। হেক্টরপ্রতি ধানের ফলন সাত মেট্রিক টন (বিঘায় ২৩ মণ)। আর চালের হিসাবে হেক্টরপ্রতি ৪.৬০ মেট্রিক টন।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ বলেন, ব্রি হাইব্রিড-৭ জাতের ধান কর্তনের ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক। আগামী আউশ মৌসুমে এই জাতের ধান চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আউশ মৌসুমে বেশি করে এই জাতের ধান চাষ করার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান তিনি।